ESTD. 1986

# ইনফরমেটিকস্

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির মুখপত্র

জানুয়ারি ২০২৩ – ডিসেম্বর ২০২৩

## প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারকে বেলিডের সহযোগিতা

দেশের গ্রন্থাগারিক এবং তথ্যায়নবিদ পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষায়িত গ্রন্থাগারটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। এ বিশেষায়িত গ্রন্থাগারটিতে আরও বেশি পাঠকবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলিড-এর ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন। বেলিড চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন বেলিডের স্পেশাল প্রোগ্রামস সেলিব্রেশন কমিটির আহবায়ক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান একেএম মফিজুর রহমান, মহাসচিব শশাংক কুমার সিংহ, যুগ্ম মহাসচিব এ কে এম নুরুল আলম, নির্বাহী সদস্য মো. ইলতুৎমিশ ও বেলিড সদস্য মোহাম্মদ মোবাশ্বির হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক এবং গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম। পরবর্তীতে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক ও বেলিড চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী

## তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন-কে অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান ক্রেস্ট প্রদান করেন

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ ৬৪ বছর পর প্রথমবারের মতো নানা আনুষ্ঠানিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্যতম তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের দিনব্যাপী পূনর্মিলনী বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মে ২০২৩ তারিখে সকাল ১০টায় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোসাম্মাৎ শাহানারা খাতুন প্রমুখসহ প্রায় ৬০০ প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন বলেন, আমাদের সময়ে অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি আয় করত এবং তাদের আয়ের কিছু অংশ বাড়িতে পাঠাতো। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি এবিভাগের অ্যালামনাই এসোসিয়েশন থেকে বিভাগের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা হয়।

... বাকী অংশ পৃষ্ঠা ৩ এ

# বেলিডের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৯৮৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলিড প্রতিবারের ন্যায় এবারও দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবছর বেলিডের নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতিতে বেলিডের বার্ষিক বনভোজনের দিন যথাযোগ্য মর্যাদায় সংগঠনটির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানে বেলিডের সদস্য ও অতিথিদের উপস্থিতিতে বেলিডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী'র নেতৃত্বে কেক কাটা ও আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়।

বেলিডের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

# ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ লাইব্রেরিতে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালন

প্রধান সম্পাদক
**ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী**
চেয়ারম্যান, বেলিড।

সম্পাদক
**মো. আতিকুর রহমান খোকন**
প্রকাশনা ও জনসংযোগ সচিব, বেলিড।

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান | আহ্বায়ক |
| এ কে এম মফিজুর রহমান | সদস্য |
| ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | সদস্য |
| ড. জাহিদ হোসেন শোয়ের | সদস্য |
| রেজিনা আক্তার | সদস্য |
| মো. ফজলুল করিম | সদস্য |
| মো. ইলতুৎমিস | সদস্য |
| এ কে এম নুরুল আলম অপু | সদস্য |
| সাবিহা খন্দকার | সদস্য |
| শশাংক কুমার সিংহ | সদস্য-সচিব |

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) কর্তৃক প্রকাশিত।
ঠিকানা : বাসা নং ৬৭/বি, রোড নং- ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ইমেইল: balid-bd@gmail.com, ওয়েব সাইট: http://www.balid.org

গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) লাইব্রেরির বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালিত হয়। অনুষ্ঠানে আইইউবি-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. তানভীর হাসান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইউবি-এর কোষাধ্যক্ষ খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার, ডীনগণ, প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধানগণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা।

বক্তব্যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর শেখ রাসেলের শৈশব ভাবনা এবং তার সাহসিকতাপুর্ণ মনোবাসনা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পরামর্শ দেন। এছাড়াও কোষাধ্যক্ষ এবং মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন রাজু শেখ রাসেলের জীবনের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন। আইইউবি -এর লাইব্রেরিয়ান ডক্টর মো. হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইংরেজি ও আধুনিক ভাষা বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ আহসানুজ্জামান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা "আমাদের ছোট রাসেল সোনা" বই থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন। মুফতি ফয়জুল্লাহর নেতৃত্বে শেখ রাসেলের জন্য মোনাজাতের মাধ্যমে স্মরণসভা শেষ হয়। পরবর্তীতে, আইইউবি-র ডিএমকে ভবনে একটি বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

# শিক্ষার মান উন্নয়নে স্মার্ট গ্রন্থাগারঃ একটি পর্যালোচনা

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সমাজে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে আজকের মতো সুসজ্জিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব তখন পাওয়া না গেলেও সভ্যতার একমাত্র ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রন্থাগার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালের যে সকল সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি সভ্যতার মাঝে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যদিও সে সকল গ্রন্থাগার তৎকালীন রাজ পরিবার এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। তখনকার গ্রন্থাগারগুলো ছিল গণমানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থাগার ছিল তখনকার সমাজের আভিজাত্যের প্রতীক। তবে কালের বিবর্তনে এধারণার ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে গ্রন্থাগারের সেবার ধরন ও মানের পরিবর্তন হয়েছে। দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা পাঠকের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের সেবার ধরন ও মানের আরও উন্নত করতে সদা সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কর্মসূচী দেশে স্মার্ট গ্রন্থাগার স্থাপনে তাদেরকে উৎসাহিত করছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে বিশ্বের অন্তহীন বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে তথ্য আহরণ ও জীবনকে অর্থবহ করতে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হবে এই স্মার্ট গ্রন্থাগার।

স্মার্ট শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট পরিমেয় সাধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক পরিসীমাকে বুঝায়। অর্থাৎ স্মার্ট শব্দটির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য-প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিষয়গুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে স্মার্ট গ্রন্থাগার হলো এমন একটি গ্রন্থাগার সেবা ও ধারণা যার মধ্যে থাকবে একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট অব থিংস (এলওটি) পদ্ধতি। এই এলওটি শব্দটি মূলত ডিভাইসগুলোর সম্মিলিত নেটওয়ার্ক। যা ক্লাউড ও যোগাযোগ সুবিধা প্রদানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর ফলে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির উপর ভিত্তি করে কিছু ডেটা সিগন্যাল সেন্সিং ও এর কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে স্মার্ট গ্রন্থাগারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে মেশিন লার্নিং, বীকন অথবা আইবীকন, মোবাইল কিয়স্ক (ট্যাবলেট-ভিত্তিক কিয়স্ক), মোবাইল অ্যাপস এবং আরএফআইডি ইত্যাদি প্রযুক্তি বিদ্যমান। ফলে স্মার্ট গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা সম্ভব। যার মূলে দেশের সব গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিক ও ডিজিটাল তথ্যসামগ্রী সমৃদ্ধ করে পাঠক সেবাকে আরও উন্নত করাও সম্ভব। যাতে জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম বইমুখী তথা গ্রন্থাগারমুখী হয়। এরা জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাবিত হয়ে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তবে একটি দেশের গ্রন্থাগারে কতটা সমৃদ্ধ তা দেখেই সে দেশের উন্নয়ন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারকে আধুনিকীকরণ করা অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদের সভায় বর্তমান সরকার জাতীয়ভাবে প্রতি বছর ৫ই ফেব্রুয়ারি গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা ২০১৮ সাল থেকে দেশের জনগণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে প্রতিবছর ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ২২তম জাতীয় সম্মেলনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো-ক.স্মার্ট সিটিজেন (চৌকস নাগরিক) খ. স্মার্ট ইকোনমি (চৌকস অর্থনীতি),গ. স্মার্ট গভর্নমেন্ট (চৌকস সরকার) এবং ঘ. স্মার্ট সোসাইটি (চৌকস সমাজ)। এজন্য এর পূর্বশর্ত হলো স্মার্ট শিক্ষা ও স্মার্ট গ্রন্থাগার। একজন স্মার্ট সিটিজেনের চারটি গুণ থাকতে হবে -বুদ্ধি, দক্ষতা, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতা। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সেবার বৈষম্য দূর করে সবাইকে স্মার্ট গ্রন্থাগার সেবার আওতায় আনার মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক গঠনে সহায়তা করা যায়। বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে নাগরিকদের স্মার্ট নাগরিক হতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি দেশ। এদের চিন্তা-চেতনায়, মননে, দর্শনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিশ্বাসে স্মার্ট নাগরিক হতে হবে। এজন্য প্রথম ও প্রধান উপাদানই হলো জ্ঞান অর্জন করা। আর জ্ঞান অর্জন ছাড়া স্মার্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্মার্ট বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে - কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি সবই জ্ঞান-নির্ভর। কাজেই স্মার্ট নাগরিক হতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের জ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। তাই জ্ঞান অর্জনের ব্যারোমিটার বা পরিমাপক যন্ত্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। ২০২১ সালে বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের (গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স) তালিকায় বিশ্বের ১৫৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম।

... বাকী অংশ পৃষ্ঠা ৫ এ

# তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার .....

-১ম পৃষ্ঠার বাকী অংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও ক্যারিয়ার গঠনে অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সহযোগিতা অনেক জরুরী। শিক্ষার্থীদের সবসময় নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে রাখতে হবে যাতে তারা বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান বলেন, অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের দু'টা ভিশন হল- কর্মরত পেশাজীবীদের উন্নয়ন এবং এপেশায় আগ্রহী পেশাজীবীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কর্মক্ষেত্রে কাঠামোগত উন্নয়ন ও পেশাগত প্রশিক্ষণসহ সবদিক দিয়ে তাদের সহযোগিতা করা। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলোর নিয়োগ বিধিতে লাইব্রেরিয়ান পদের মর্যাদা ও বেতন স্কেল কোথাও প্রথম শ্রেণী বা আরোও সিনিয়র, কোথাও দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণী করা হয়েছে। তিনি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সবিনয় অনুরোধ করে বলেন আমরা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবো যেন আমাদের এবিষয়ে একটি সমন্বিত নিয়োগ বিধি করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করবেন। তিনি অ্যালামনাইদের কাছে বিভাগের অ্যালামনাই স্কলারশিপ ফান্ডে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেনকে অ্যালামনাইদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

# প্রয়াত বেলিড সদস্য ও অন্যান্য গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত বেলিড সদস্যবৃন্দ

গত ৩১শে মার্চ ২০২৩ রোজ শুক্রবার বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)- এর উদ্যোগে বেলিড কার্যালয়ে প্রয়াত বেলিড সদস্য ও অন্যান্য গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের স্মরণে এক স্মরণসভা, মিলাদ মাহফিল ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বেলিড চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোছাম হায়দার চৌধুরী।

স্মরণসভায় প্রয়াত কে এম আব্দুল আউয়াল, এস.এম শামসুজ্জামান, ড. মো. নাজিম উদ্দিন, ড. মির্জা মোহা. রেজাউল ইসলাম, শামসুল ইসলাম খান, সুফিয়া আক্তার, এডিএম আলী আহমেদ, আবদুল ওয়াহাব, আলম হোসেন, সাফিনুর সাগরিকা, শহীদুন্নবী জুয়েলসহ এ যাবৎ সকল প্রয়াত গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা পেশাজীবীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করা হয়। এ আয়োজনে প্রয়াত পরিবারের সদস্যসহ প্রায় অর্ধশতাধিক পেশাজীবী উপস্থিত ছিলেন।

# শোক সংবাদ

## প্রফেসর ড. মোফাখখার হোসেন খান-এর মৃত্যুবরণ

দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একজন অন্যতম পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. এম এইচ খান গত ১০ জুন ২০২৩ ঢাকার বারিধারার নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অধ্যাপক খান ১৯৪১ সালে গাজীপুরের কালীগঞ্জের সোইলাদীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার বৃত্তি নিয়ে হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি সায়েন্স (এমএলএস) মাস্টার্স ডিগ্রী আর্জন করেন। ফিরে এসে তিনি সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি (বর্তমানে বাংলা একাডেমী) ঢাকায় পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেলোশিপে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক, অধ্যাপক জে ডি পিয়ারসনের অধীনে ১৯৭৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অতপর, তিনি ইরানের পাহলভি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে সিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং পরে নাইজেরিয়ার বায়েরো বিশ্ববিদ্যালয় কানোতে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০২ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর পিএইচডি থিসিস দ্য বেঙ্গলি বুক নামে প্রকাশ করে যা সেরা বইয়ের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়।

## বেলিডের সাবেক চেয়ারম্যান খালেদা আক্তার-এর মৃত্যুবরণ

বেলিডের সাবেক চেয়ারম্যান খালেদা আক্তার (কার্য নির্বাহী পরিষদ, ১৯৯৫-১৯৯৬) গত ১২ জুলাই ২০২৩ তারিখ বুধবার রাত্রে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে এন আই এল জি আগারগাঁও ঢাকাতে কর্মরত ছিলেন।

# বেলিডের বার্ষিক বনভোজন ২০২২ ও ২০২৩

র‍্যাফেল ড্র-এর বিজয়ীকে বেলিড চেয়ারম্যানের পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)- এর উদ্যোগে গত ২০শে জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সাভার মিলিটারী ফার্ম, ঢাকা এবং ৩০শে জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ঢাকার কেরাণীগঞ্জে শরীফ ফুড কোর্ট ও এ্যামুয়েজমেন্ট পার্ক-এ বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে বেলিড সদস্য, গ্রন্থাগার পেশাজীবী, অতিথি এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

বনভোজনের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন জনাব এ কে এম মফিজুর রহমান ও সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মো. ফজলুল করিম ও জনাব মো. হুমায়ুন কবির। বনভোজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব নাসিমা আক্তার রিতা। বনভোজনে খেলা ও র‍্যাফেল-ড্র সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

## বঙ্গবন্ধু এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্ট্যাডি সেন্টার উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধুর প্রামাণিক ইতিহাসের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে গত ১লা ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্ট্যাডি সেন্টার। উক্ত সেন্টার উদ্বোধন-এর সময় উপস্থিত ছিলেন জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম মাহবুবুল হক মজুমদার, রেজিস্ট্রার ড. মোহাম্মদ নাদির বিন আলী, লাইব্রেরিয়ান ড. মোঃ মিলন খান, প্রফেসর ড. মোস্তফা কামাল, ডীন, একাডেমিক এফেয়ার্স এবং ড্যাফোডিল ফ্যামেলির গ্রুপ সিইও জনাব মোঃ নুরুজ্জামান। এ সময় মন্ত্রী মহোদয় তার নিজস্ব সংগ্রহ থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ৭ টি বই উপহার হিসাবে বঙ্গবন্ধু এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্ট্যাডি সেন্টারে প্রদান করেন এবং লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন।

## ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস (ডব্লিউএসসি) এবং লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ল্যাব) চট্রগ্রাম বিভাগের যৌথ আয়োজনে ১৪তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে রোজ গার্ডেন হোটেল, পুলিশ প্লাজা, কেসি দে রোড, চট্রগ্রামে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস (ডব্লিউএসসি) এবং লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ল্যাব) চট্রগ্রাম বিভাগের যৌথ আয়োজনে ১৪তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল পরিবেশ ও টেকসই সমাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবুবকর সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর শাহজাহান খান উপাচার্য, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. নাসির উদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

## ইনফরমেশন অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট (i-IKM) বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন স্টাডিজ বিভাগ গত ৩ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন (i-IKM ২০২৩) আয়োজন করে। এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল "স্মার্ট সোসাইটির জন্য তথ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস"। সম্মেলনের ১ম দিনে ভিকি ম্যাকডোনাল্ড, প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট, IFLA এবং তালিন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সিরজে ভিরকাস, মূল বক্তা হিসেবে সেশনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ৪ আগস্ট ২০২৩ (শুক্রবার) বিকাল ৫.০০ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক মামুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপারসন ড. দিলারা বেগম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলিয়ান অলিভার। এ সম্মেলনে পাঁচটি কারিগরি অধিবেশনে মোট ৪২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

## স্মার্ট গ্রন্থাগার

-৩য় পৃষ্ঠার বাকী অংশ

এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান অর্থনীতির সূচকে ভালো অবস্থানে থাকলেও বাংলাদেশ এই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে। আর টানা চতুর্থ বারের মতো এ তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড। এদিকে ২০২১ সালে জ্ঞান সূচক তৈরিতে যে সাতটি বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয় এগুলো হলো- প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি ও সাধারণ সক্ষমতার পরিবেশ। বর্তমান বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্থা যে বৈশ্বিক র‍্যাংকিং তৈরি করে তাতে প্রথম ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নেই। টাইমস হায়ার এডুকেশনের ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং-২০২৩ এ ১০৪টি দেশ ও অঞ্চলের ১ হাজার ৭৯৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। তবে ৪টি ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করে এ তালিকা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞান স্থানান্তর ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৬০০ থেকে ৮০০ এর মধ্যে এবং বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ অবস্থানে নেই। এছাড়াও র‍্যাংকিং-এ দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ১ হাজার ২০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার মান আরও উন্নত করা জরুরি। এক্ষেত্রে সরকার যদি জাতীয় বাজেটে গবেষণার বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ইউজিসি যথাযথ তদারকি করে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। সেইসাথে দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগারে উন্নত এবং সমৃদ্ধ হতে হবে। এর পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে। অন্যদিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গ্রন্থাগারের সার্বিক সেবাসমূহ ব্যবহারকারীরা যাতে সহজেই ঘরে বসেই পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর ৪র্থ শিল্প-বিপ্লব আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করবে সেই শিল্প-বিপ্লবের চালেঞ্জকে দক্ষতার সাথে মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। এসকল গ্রন্থাগারে কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যসামগ্রীর সাথে প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল কনটেন্ট, ই-ম্যাটেরিয়াল, অনলাইন কনটেন্ট, অডিও বুক ও ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদিও সংরক্ষণ করতে হবে। স্মার্ট গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্য ওয়েবসাইট অ্যাপস তৈরি করে বিরতিহীনভাবে ২৪ ঘন্টা ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সুবিধা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে এআই, আইওটি, রোবোটিক্স, ন্যানো টেকনোলজি এবং থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার কর্মীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ ও সক্ষম হতে হবে। এজন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্মীদেরকে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। পৃথিবীর স্মার্ট দেশ ও জাতিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করেই বাংলাদেশের স্মার্ট গ্রন্থাগারকে আরও উন্নত করা যেতে পারে।

লেখকঃ ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্রগ্রাম।

## ড. মো. নাজমুল ইসলাম-এর অধ্যাপক পদে পদোন্নতি

**ড. মো. নাজমুল ইসলাম**, গত ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ২০১০ সালে প্রভাষক পদে যোগদান করে ২০১৩ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০১৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। অধ্যাপক পদে পদোন্নতিতে ড. ইসলামকে বেলিডের পক্ষে থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

## নতুন নিয়োগ

**ড. সৈয়দ রবিউল বাশার (ডিউক)**, চট্টগ্রামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএসটিসি)-এর গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক ছিলেন।

**জনাব সরদার মো: মনজুরুল হক**, গত ১০ই নভেম্বর ২০২২ ইং তারিখে খুলনার গাজী মেডিকেল কলেজে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি খুলনা কলেজের গ্রন্থাগার প্রভাষক হিসেবে পেশাগত জীবনে অবসর গ্রহণ করেন।

**জনাব তহুর আহমেদ**, গত ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেছেন। এর পূর্বে তিনি ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন।

**জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দাস**, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগারে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেছেন। তিনি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগারে যোগদানের পূর্বে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এ কর্মরত ছিলেন।

**জনাব মুসফিকা তানজিন**, গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন।

বেলিডের পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে নতুন পদে যোগদানের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

## ISBN বরাদ্দদান ও ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং ISBN বরাদ্দদান ও ব্যবহার বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড.খান মো. নুরুল আমিন।

## পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

গত ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর ৬৮তম সিন্ডিকেট সভায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের গ্রন্থাগারিক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে "Service Quality and Its Impact on User Satisfaction in University Libraries of Bangladesh" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম। গত ৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জনাব আলম-এর ডিফেন্স অন থিসিসে বিদেশী বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মারগাম মধুসূদন উপস্থিত ছিলেন।

## প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান পদে পদোন্নতি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লাইব্রেরির সহকারি লাইব্রেরিয়ান জনাব তানভীর আহমদ, লাইব্রেরিয়ান (১ম শ্রেণী) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তার এই পদোন্নতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লাইব্রেরির দীর্ঘদিনের ব্লক পদের অবসান হয়েছে। বেলিডের প্রত্যাশা, দেশের অন্যান্য মন্ত্রনালয় ও বিভাগ একই নীতি অনুসরণ করে মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল লাইব্রেরিয়ন পদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করবেন। জনাব তানভীরের লাইব্রেরিয়ান পদে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে বেলিডের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

## বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে অফিসার পদে যোগদান

**জনাব মৃদুল কুন্ড, উম্মে সাহারা, মো.মেহেদী হাসান** ও **মোফরাদ হোসেন**, গত ০৩ আক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে অফিসার পদে যোগদান করেছেন। তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে বিএ অনার্স-সহ এম এ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বেলিড তাদের নতুন পদে যোগদানের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।

## নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সহকারী গ্রন্থাগার কর্মকর্তা পদে যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী **জনাব মিরণ খান, মো. রিফাত মাহমুদ, বাঁধন হুবার্ট কোরায়া, সুমাইয়া খানম** ও **অমৃতা রানী দাস** এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী **জনাব আবু সাদাত মো. সায়েম** নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সহকারী গ্রন্থাগার কর্মকর্তা পদে যোগদান করেছেন। বেলিডের পক্ষ থেকে তাদের নতুন পদে যোগদানের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

## চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ তলা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং ৯তলা বিশিষ্ট মিলনায়তন ও মাল্টিপারপাস হল রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও উন্মুক্ত প্লাজা নির্মান করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (সংশোধিত)-এ লাইব্রেরিয়ান পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির আবেদন

বেলিড গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান পদটিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য করে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণে লাইব্রেরিয়ানের মতামত গ্রহণ এবং গ্রন্থাগারকে গবেষণায় সম্পৃক্ত করা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের তালিকায় লাইব্রেরিয়ান পদটি রেজিস্ট্রার পদের পরেই উল্লেখ করে লাইব্রেরিয়ান পদটির মর্যাদা সুরক্ষা প্রদান করা এবং গ্রন্থাগারের অবকাঠামো ও সার্বিক সেবার মান উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জনবল কাঠামোকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ করার বিধান নতুন প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (সংশোধিত)-এ সংযোজিত করার আবেদন করেছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের সাথে গ্রন্থাগারের তথ্যসম্পদ সংগ্রহ ও সেবার জন্য পৃথকভাবে বার্ষিক আর্থিক বরাদ্দের বিষয়টিও এ্যাক্টে সংযোজন করার জন্য বেলিড আবেদন পত্রে উল্লেখ করেছে।

## সরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা

গত ০১ নভেম্বর ২০২৩ "সরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন জনাব খলিল আহমদ, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। শাহাবাগস্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর (পাবলিক লাইব্রেরি) প্রকল্প এলাকায় কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা বৃন্দ।

## আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে "এ্যাডভান্সড আর্কাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট" ও "আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে গত ০৩-১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ ১০দিন ব্যাপি বাংলাদেশের সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে "এ্যাডভান্সড আর্কাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ১৩তম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব খলিল আহমদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. খান মো. নুরুল আমিন।

## জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৩ পালিত

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গত ৫ই ফেব্রুয়ারি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সিমিন হোসেন রিমি এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক মোঃ নসিরউদ্দীন মুন্সী। মূলপ্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক। উল্লেখ্য ২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে আসছে।

## ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম লোইস লুনিন পুরস্কার-২০২৩ এর জন্য মনোনীত

এ্যাসোসিয়েশন ফর ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ASIS&T) ২০২৩ সালের লোইস লুনিন পুরস্কারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলামকে নির্বাচিত করেছেন। ড. ইসলাম জাপান অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (জেএআইএসটি)-এর স্কুল অফ নলেজ সায়েন্স থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। তিনি কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার (ACU) ফেলো এবং সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ACRC) ফেলো।

## American Library Association (ALA) কোর্স স্কলারশিপ

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব তহুর আহমেদ American Library Association (ALA) এর উচ্চতর গ্রন্থাগারিকতার উপর দুটি (০৪ সপ্তাহ এবং ০৬ সপ্তাহ) অনলাইন কোর্সের স্কলারশিপ পেয়েছেন। এর আগেও তিনি দুইবার ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ALA কোর্স স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। জনাব তহুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তিনি একজন মেন্ডেলি এবং স্কোপাস সার্টিফাইড লাইব্রেরিয়ান। এছাড়াও তিনি Association for Information Science and Technology (ASIS&T) এর একজন সদস্য।

## পাঠকের নিকট গ্রন্থাগার কার্যক্রম আকর্ষণীয়করণের কৌশল শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারের প্রধান অতিথি শাহানারা খাতুন, প্রবন্ধ উপস্থাপিকা ও অতিথিবৃন্দসহ বেলিড চেয়ারম্যান

গত ৫ মে ২০২৩ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ টায় জ্ঞান তাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)-এর আয়োজনে ধানমন্ডিস্থ বেঙ্গল শিল্পালয় মিলনায়তনে গ্রন্থাগার কার্যক্রম পাঠকের নিকট আকর্ষণীয়করণের কৌশল (How to promote your library activities for attracting customers) শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বেলিডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মোসাম্মাৎ শাহানারা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্ঞান তাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. আহরার আহমেদ। বেলিড মহাসচিব জনাব শশাঙ্ক কুমার সিংহের স্বাগত বক্তব্য এবং জনাব মোঃ ফজলুল করিম-এর সঞ্চালনায় এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সারওয়াত রেজা, হেড, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, এক্সামিনেশন সার্ভিস, বৃটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন মোঃ আব্দুল মতিন, উপদেষ্টা, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং ড. উষা রানী বড়ুয়া, গ্রন্থাগারিক, সিরডাপ। সেমিনারের শিরোনামের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন বেলিডের প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়ক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান। এ অনুষ্ঠানে দেশের প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী উপস্থিত ছিলেন।

## স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা পেশাজীবীদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাত ৮টায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা পেশাজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রইস হাসান সরোয়ার, এনডিসি, মহাপরিচালক (আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ), পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হাসান, অধ্যাপক, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বেলিড চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী'র সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, গ্রন্থাগারিক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে পেশাজীবী প্রতিনিধি হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেন ড. দিলরুবা মাহবুবা, প্রধান গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (বিআইডিএস)। অনলাইন জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় দেশ-বিদেশের প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন।

## অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান-এর কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন হিসেবে যোগদান

অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান গত ২২ জুলাই ২০২৩ তারিখে খুলনা খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন হিসেবে যোগদান করেছেন। বেলিডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থপনা ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন হিসেবে যোগদান করায় ড. মোস্তাফিজকে বেলিডের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

## বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-র ২০২৪-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-এর ২০২৪-২০২৭ কার্যকালের নির্বাচনে সভাপতি পদে ড. মোঃ মিজানুর রহমান, মহাসচিব পদে হামিদুর রহমান তুষার ও কোষাধ্যক্ষ পদে সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়াও সহ-সভাপতি আঞ্জুমান আরা শিমুল, কাজী আব্দুল মাজেদ ও মহিউদ্দিন হাওলাদার, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ হারুনর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউসুফ আলি অনিম, আইসিটি, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক তোহুর আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নোমান হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক লুৎফুন নাহার রেখা, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর ড. মোঃ নাসিরউদ্দিন মুন্সী, ড. মোঃ আজিজুর রহমান, কাজী এমদাদ হোসেন, মাহমুদ শাহরিয়ার হাছান বিপ্লব, আবদুস সাত্তার ও আছির আলি এবং ৮টি বিভাগীয় কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন- ছায়া রানী বিশ্বাস, জামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল বসির, অনাদী কুমার সাহা, মাহবুব আলম, সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল, কাওছার আহমদ ও লুৎফুন নাহার বেগম।